ব্রি ধান৭৬

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৬ এর কৌলিক সারি নং **বিআর৭৯৪১-৪১-২-২-২-৪** । সারিটি **আইআর৭৫৮৬২-২০৮-৮-বি-বি-এইচআর১ এবং বিআর৬১১০-১০-১-২** এর মধ্যে শংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর ও ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল এবং সংলগ্ন জোয়ার ভাটা অঞ্চলে বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোসজনক হওয়ায় ২০১৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক আমন মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য জাত হিসাবে অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি লম্বা ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১৪০ সে. মি ।
- ঘাছ মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।
- ডিগ পাতা খাড়া ও সবুজ রঙের।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৫.৬ গ্রাম।

ব্রি ধান৭৬

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭৬ এর জীবনকাল স্থানীয় সাদামোটা জাতের সমান কিন্তু গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১.০ টন পর্যন্ত বেশী। চারার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ সেমি যা স্থানীয় জাত যেমন- সাদামোটা, দুধকলম ইত্যাদির প্রায় সমান। জমিতে রোপনের পর জোয়ারভাটায় মাথা ভেসে থাকে তাতে পানির চাপেও গাছ বেঁচে থাকতে পারে।

জীবনকাল

এ জাতের গড় জীবন কাল ১৫৩ দিন। তবে জোয়ারভাটার তীব্রতা বেশি হলে জীবনকাল কিছুটা বেড়ে যেতে পারে।

ফলন

হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.৫ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জোয়ারভাটা সহ্য করে হেক্টরে ৫.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৭-৩১ আষাঢ় (১ জুলাই থেকে -১৫ জুলাই)।

২. **চারার বয়স ঃ** ৩৫-৪০ দিন ।

৩. **চারার সংখ্যা ঃ** প্রতি গুছিতে ২-৩ টি।

৪. **রোপন দুরত্ব ঃ** ২৫×১৫ সেন্টিমিটার।

৫. **জমির ধরণঃ** মাঝারি নীচু থেকে স্বল্প নীচু জমি।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
২৬	১০	১৩	৯	১

৬.১ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।

৬.২ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪৫-৫০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় ঃ** ব্রি ধান৭৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন করতে হবে।

৯. **ফসল পাকা ও কাটা ঃ** অগ্রহায়ন মাসের শেষ সপ্তাহ (ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ) ধান কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেওয়া উচিৎ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd